নিরাপদ
কর্মপরিবেশ, টেকসই
উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী
ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ

সভাপতি : শিবনাথ রায়
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ : ১১/০১/২০২০
সভার সময় : বিকাল ০৩.০০ টা।
স্থান : সভাকক্ষ, প্রধান কার্যালয়।
উপস্থিতি : ২৩ টি জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ (পরিশিষ্ট-ক)

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয় । অতঃপর, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	১৪/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সকলে কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে জানান।	১৪/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২.	মুজিব বর্ষ উদযাপন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভাকে জানান মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অত্র দপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনাবলিসহ দিন গণনার ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে।	মুজিব বর্ষ পালনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং চলমান কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৩.	RMG কারখানার সংস্কার	উপমহাপরিদর্শক যশোর বলেন যে, মাগুরা জেলার ঝুঁকিপূর্ণ দুইটি কারখানা একই ভবনে অবস্থিত। কারখানাগুলোতে নিয়মিত পরিদর্শক প্রেরণ করা হলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে শ্রম আইনের ধারা-৬১ মোতাবেক মামলা করা যেতে পারে এবং ইতোমধ্যে মামলার রুজুর সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বলেন, সকল উপমহাপরিদর্শক তাদের স্ব- স্ব অধিক্ষেত্রের ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেলা সমন্বয় সভায় আলোচনা-পূর্বক সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মাগুরা জেলার ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা দুটির বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা দায়ের করতে হবে। ২। অ্যাসেসমেন্টকৃত সকল কারখানার সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখতে হবে। ৩। টাস্কফোর্স প্রদত্ত সময়সীমা অনুযায়ী কারখানাগুলো যাতে সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে সেজন্য পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে।	১। প্রকল্প পরিচালক, ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। উপমহাপরির্শক (সেফটি) ৪। উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, যশোর, টাঙ্গাঈল, নরসিংদী ও ময়মনসিংহ)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.	রেড কারখানা	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন ১৬৩ টি রেড ফেক্টরীর মধ্যে ৩৯ টি সম্পূর্ণ বন্ধকৃত কারখানা এবং আংশিক বন্ধকৃত কারখানা ও অনান্য কারখানাগুলোর ফলোআপ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। মহাপরিদর্শক বলেন যে, অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল দ্বারা রেড চিহ্নিত কারখানা/বিল্ডিং-গুলোতে ফলোআপ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রয়োজনে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। রেড ফ্যাক্টরিগুলোর কার্যক্রম বন্ধে বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২। আইএলও হতে প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণ হতে কারখানাগুলোর পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বিধি মোতাবেক কারখানা বন্ধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১।যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। প্রকল্প পরিচালক RCC. ৩। উপমহাপরিশর্ক (সেফটি) ৪।উপমহাপরিদর্শক, (ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম)
৫.	Labour Inspection Management Application সংক্রান্ত কার্যক্রম	উপমহাপরিদর্শক (সাধারন) সভাকে জানান, LIMA-এর মাধ্যমে পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও সকল পরিদর্শনের ক্যাপ জেনারেশন করা হচ্ছে না বিধায় LIMA-এর সামগ্রিক অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ছে। তিনি আরও বলেন অক্টোম্বর ২০১৯ মাসে- ১৬৯৩টি, নভেম্বর ২০১৯ মাসে- ১৫৪৮ টি এবং ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ২৩৩৪টি পরিদর্শন LIMA-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। শ্রম পরিদর্শক মো: জাহাঙ্গীর আলম বাবু সভাকে জানান, LIMA সংক্রান্ত সৃষ্ট সমস্যাগুলো LIMA সার্পোট টিম কর্তৃক সমাধান করা হয়। মহাপরিদর্শক বলেন, LIMA-এর মাধ্যমে পরিদর্শন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি আরও বলেন উপমহাপরিদর্শকগণের অগ্রিম ভ্রমনসূচি LIMA- এর মাধ্যমে অনুমোদনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অগ্রিম ভ্রমণসূচিটি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	১। LIMA Support Team, LIMA সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। ২। LIMA-এর মাধ্যমে পরিদর্শন সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। ৩। LIMA অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), ২। LIMA Support Team এবং ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৬.	শিশুশ্রম নিরসন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগগ্রতি তুলে ধরেন। তিনি জানান ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩০৩টি মামলা করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৯৪ টি ও অদ্যাবধি বিভিন্ন সেক্টর থেকে মোট নিরসনকৃত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৬৪৬ জন। মহাপরিদর্শক বলেন, শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম যেহেতু অত্র দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু আমাদের উপর আইনানুগভাবে ন্যাস্ত দায়িত্ব-সমূহ যথাযথভাবে পালন করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আর বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে শিশুশ্রমমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা কার্যালয়ের অধীনে অন্তত ০১টি করে উপজেলাকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং এ বিষয়ে কাজ করে এমন NGO-গুলোর সাথে সমন্বয় রেখে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে হবে। দ্রুত সকল জেলা কার্যালয় হতে শিশুশ্রম মুক্ত করা হবে এমন একটি করে উপজেলার নামের প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। আগামী সভার পূর্বে শিশু শ্রম মুক্ত উপজেলা ঘোষণা করার নিমিত্ত প্রত্যেক জেলা কার্যালয়ের তরফ থেকে একটি করে উপজেলার নাম প্রস্তাব করতে হবে। যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), সকল জেলা কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত ডিও লেটার প্রদান করবেন। ২। শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক অন্যান্য সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), ২। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৭.	অনলাইন লাইসেন্সিং	উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) সভাকে জানান যে, ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে মোট ১২১ টি লাইসেন্স অনলাইনে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে।	১। অনলাইন লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া চলমান রাখার জন্য মালিক	১।উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ),

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		উপমহাপরিদর্শক ময়মনসিংহ বলেন যে, তাঁর কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠান ও দোকানের লাইসেন্স বিদ্যমান অনলাইন পদ্ধতিতে প্রদান করা হচ্ছে। মহাপরিদর্শক বলেন অনলাইন লাইসেন্সিং এর কার্যক্রম চলমান থাকলেও এর শতকরা হার আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । প্রয়োজনে মালিক পক্ষের সহিত আলোচনার মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	পক্ষকে সহায়তা প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ২। সকল জেলা কার্যালয়ে অনলাইনে প্রদত্ত লাইসেন্স এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	২। LIMA Support Team ও ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৮.	ইনোভেশন	শ্রম পরিদর্শক মো: জাহাঙ্গীল আলম বাবু সভাকে জানান, অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক রিটার্ন জমাদান বিষয়ক ইনোভেশন আইডিয়াটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, জেলা কার্যালয় হতে নিয়মিতভাবে গ্রহণযোগ্য ইনোভেশন আইডিয়া পাওয়া যাচ্ছে না এবং ইনোভেশন আইডিয়া প্রেরণে সকল জেলা কার্যালয়কে আরও উদ্যোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান । উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন, "জাতীয় পেশাগত, স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস"-এ অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত "জাতীয় পেশাগত, স্বাস্থ্য ও সেফটি পুরস্কার"-টি সকল মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর/বিভাগের মধ্য হতে অন্যতম শীর্ষ উত্তম চর্চা হিসেবে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। মহাপরিদর্শক এই অর্জনে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন দপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিত ইনোভেশন আইডিয়া প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক রিটান জমাদান সংক্রান্ত ইনোভেশন আইডিয়াটি দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রতি মাসে ০১টি ইনোভেশন আইডিয়া প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩। প্রধান কার্যালয়ের সকল শাখা হতে প্রতি মাসে ০১টি করে ইনোভেশন আইডিয়া প্রদান করতে হবে।	১। প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন আইডিয়া টিম ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
৯.	ই-ফাইলিং	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সকল কার্যালয়ের ই-নথি বিষয়ক তথ্যাদি তুলে ধরেন । ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ই-নথির শীর্ষ পাঁচটি কার্যালয় হলো- ১. নরসিংদী ২. গাজীপুর, ৩. সিরাজগঞ্জ, ৪.ঢাকা, ৫. ময়মনসিংহ মহাপরিদর্শক নরসিংদী কার্যালয়কে ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে ই-নথিতে প্রথম স্থান অর্জন করায় ধন্যবাদ জানান এবং সকল কার্যালয়ে ই-নথি কার্যক্রম জোরদার করার পরামর্শ প্রদান করেন।	১। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পন্নের হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্ব স্ব কার্যালয়ের তথ্য আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১০.	অফিস ভাড়া	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, ইতোমধ্যে যে সকল জেলা কার্যালয়ের বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি, চুক্তি নবায়ন ও অফিস পরিবর্তন বিষয়ক অনিষ্পন্ন বিষয় রয়েছে; সে সকল কার্যালয় হতে চুক্তি নবায়নের পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। দ্রুত প্রস্তাবগুলো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।	অফিস ভাড়া সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন প্রতিটি বিষয় দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
১১.	দুর্ঘটনার প্রতিবেদন	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সারা দেশের দুর্ঘটনার নিম্নোক্ত চিত্র তুলে ধরেন: ১. দুর্ঘটনার সংখ্যা- ৪৩টি ২. নিহত শ্রমিকের সংখ্যা- ৮৫ জন ৩. আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ- ৬৬ লক্ষ টাকা	১. কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক মারা গেলে আইন ও বিধিমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) ও ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		উপমহাপরিদর্শক টাঙ্গাইল বলেন যে, যেসব জেলায় আঞ্চলিক ক্রাইসিস কমিটি নেই সেই সকল জেলায় আঞ্চলিক ক্রাইসিস কমিটি গঠন করা যেতে পারে । মহাপরিদর্শক বলেন কোন দুর্ঘটনা ঘটলে অতি দ্রুত এর প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে এবং বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এবং দুর্ঘটনা কবলিত কোন শ্রমিক যেন প্রাপ্য ক্ষতিপূরন হতে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ বিষয়ে সকল জেলায় জেলা ক্রাইসিস কমিটি গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	২. তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিকের দোষত্রুটি/অবহেলা উল্লেখ করতে হবে। ৩. সকল কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করতে হবে। ৪. নিহত ও আহত সকল দূর্ঘটনার তদন্ত রির্পোটের সাথে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক মতামত উল্লেখ করবেন। ৫. সকল দুর্ঘটনা মহাপরিদর্শক এবং প্রয়োজনে সচিব মহোদয়কে জানাতে হবে। ৬. যে সকল জেলায় ক্রাইসিস কমিটি নেই সেই সব জেলায় ক্রাইসিস কমিটি গঠন করতে হবে।	
১২.	নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার	উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" বিষয়ক দপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং শীঘ্রই সকল জেলার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে একটি সভা আয়োজন করা হবে।	১. নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান থাকবে। ২. ত্রৈমাসিক রিপোর্ট তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩. সকল প্রতিবেদনের প্রমানক সংরক্ষণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৩.	APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের APA-এর অগ্রগতি তুলে ধরেন। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বলেন, চুক্তি অনুযায়ী APA লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সকল জেলাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে নিয়মিত APA বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাপরিদর্শক সেফটি কমিটি গঠন, কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরন, ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনসহ অন্যান্য সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং স্বাক্ষরিত চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সকল উপমহাপরিদর্শকগণকে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। ২০১৯-২০ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে হবে। ২। APA সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ৩। সমন্বয় সভায় সকল জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক স্ব স্ব কার্যালয়ের অগ্রগতি তুলে ধরবেন।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৪.	হেল্পলাইন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জানান, ২৪ ঘণ্টা পাঁচ সংখ্যার (১৬৩৫৭) হেল্প-লাইন নম্বরে অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে হটলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ-৫৩টি ও নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ-৪১টি। উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) জানান হেল্পলাইন নম্বর প্রচারের উদ্দেশ্যে ৫০,০০০ হাজার নতুন স্টিকার প্রস্তুত করা হয়েছে যা সকল কার্যালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, জানুয়ারি ২০২০ হতে হেল্প লাইন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় রাজস্ব খাত হতে বহন করা হচ্ছে।	১. নতুন ৫ সংখ্যার হেল্প লাইন নম্বরের প্রচারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরীকৃত স্টিকারগুলো দ্রুত বন্টন করতে হবে। ২. হেল্প লাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ও ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৫.	পরিবহন ব্যয় ও জ্বালানির ব্যবহার	মহাপরিদর্শক বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে বরাদ্দকৃত জ্বালানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মোটরসাইকেল প্রাপ্ত শ্রম পরিদর্শকগণের বিধি মোতাবেক জ্বালানি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	১। জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক প্রাপ্যতা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৬	মামলা মনিটরিং	আইন কর্মকর্তা জানান, চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৭টি, মামলার মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিধিমোতাবেক অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাগুলো নিষ্পন্নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মহাপরিদর্শক বলেন, বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। বিভাগীয় মামলাসহ সকল মামলা বিধিমোতাবেক দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করতে হবে।	১। আইন কর্মকর্তা
১৭.	শ্রম অসন্তোষ	মহাপরিদর্শক বলেন যে, সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় তাদের স্ব- স্ব অধিক্ষেত্রে সৃষ্ট যে কোনো ধরনের শ্রম অসন্তোষকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করবে। শ্রম অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যেন কোন ধরনের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সর্বোচ্চ গরুত্ব আরোপ করতে হবে।	১. সকল পরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবে। ২. প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।	১।যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৮.	বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণ	উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন যে, উদ্বোধনকৃত বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী রক্ষনাবেক্ষণের জন্য একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সার্বক্ষনিক দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।	১। আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
১৯.	হাজিরা ডিভাইস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান যে, এই মুহূর্তে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় আগামী অর্থ বছরে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে সকল কার্যালয়ে অদ্যাবধি হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করা হয় নি, সে সকল কার্যালয়ে হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করা যেতে পারে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, কারওয়ান বাজার অফিসের হাজিরা ডিভাইসটি দ্রুত বর্তমান ভবনে স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে সকল কার্যালয়ে হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করা হয় নি সে সকল কার্যালয়ে হাজিরা ডিভাইস স্থাপন করতে হবে। ২। কারওয়ান বাজার অফিসের হাজিরা ডিভাইসটি দ্রুত বর্তমান ভবনে পুনঃস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
২০.	সিসি ক্যামেরা	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান যে, আগামী অর্থ বছরে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে সকল কার্যালয়ে অদ্যাবধি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয় নি, সে সকল কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা যেতে পারে।	১। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় আগামী অর্থ বছরে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে সকল কার্যালয়ে অধ্যাবধি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয় নি, সে সকল কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২১	বিবিধ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), ময়মনসিংহ কার্যালয়ের কর্মচারীদের বেতন হারানোর বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন।	১। উপমহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে গ্রহণ করবেন এবং প্রধান কার্যালয়কে অবগত করবেন।	১। উপমহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শিবনাথ রায় ২৪/০২/২০২০
মহাপরিদর্শক
ফোন: ০২-৫৫০১৩৬২৬
chiefdife@gmail.com